গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন শাখা-১

তারিখ : 21 JUL 2008

নং-পবন(বঃ শা-১) ২৭/২০০৮/ ৮৩৪

তারিখ : ১৯/০৭/২০০৮
30 JUL 2008

বিষয়: জব্দকৃত সুন্দরী ও পশুর কাঠ ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : প্রবসা(বা)/১টি-২২৩(পার্ট-৮)/২০০৮/১২১, তারিখ : ২৫/০৩/২০০৮।

সূত্রোল্লিখিত বিষয়ে নিম্নে উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে সুন্দরী ও পশুর কাঠ ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল।

শর্তসমূহ : (ক) এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২(দুই) মাসের মধ্যে ইতোমধ্যে জব্দকৃত সুন্দরী ও পশুর কাঠ বিক্রি এবং ব্যবহার সমাপ্ত করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর অব্যবহৃত/অবিক্রিত কাঠ পাওয়া গেলে তা অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) জব্দকৃত সকল সুন্দরী ও পশুর কাঠ বাজার মূল্যে বা সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিএফআইডিসি বা সরকারী/আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা যাবে। কোনভাবেই তা কোন বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা যাবে না।

(গ) কোন কারণে জব্দকৃত সুন্দরী বা পশুর কাঠ বিক্রি করা সম্ভব না হলে তা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত অনুমোদনক্রমে বন বিভাগ সরকারী নির্মাণ বা মেরামতকাজে ব্যবহার করতে পারবে।

(শেখ শোয়েবুল আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৭১৬২০৭২

প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর
বন ভবন
আগারগাঁও
ঢাকা।

অনুলিপি :

১। মাননীয় স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট এর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

নং-পবন(বা)/১টি-২২৩(পার্ট-৮)/২০০৮/ ৯০৭৬ তারিখ: 22/০৭/২০০৮ইং

অনুলিপি অবগতি ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত সূত্রে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হইল।

১। বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চল, খুলনা। এই প্রসঙ্গে আপনার দপ্তরের পত্র নং-২৮০/বনঅ-২/২০০৮ তারিখ- ১৩/২/২০০৮ইং টেলেক্স।
২। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সুন্দরবন পূর্ব/পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনা।

(মোঃ তারিকুল ইসলাম)
সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক
ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট।